বরিশালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা হয়ে উঠছে শিক্ষাবিমুখ

মেধাভিত্তিক শিশু শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুর"ত্বারোপ করা হলেও প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুরা তাদের সম্ভাবনাকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হ"ছে। ফলে শিশুরা গড়ে উঠছে মেধাশূন্য হয়ে। বরিশালের কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর ঘুরে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি বিনোদনহীন হয়ে পড়ছে। কিছুকাল আগেও স্থানীয় বিদ্যালয় এবং শিক্ষকদের গুর"ত্ব যতটা প্রবল ছিল বর্তমানে তা ক্ষীণ হয়ে উঠেছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা হয়ে উঠেছে পণ্য। সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডার গার্ডেন এবং মাদ্রাসানির্ভর পাঠ্যসূচি মোটামুটিভাবে অভিন্ন হলেও শিক্ষাপদ্ধতিতেও রয়েছে পার্থক্য। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ, সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের তদারকি এবং সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার স্লোগানের সাথে সমাজের একাত্মতা ঘোষণার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছে বাড়তি গতি। একই সাথে সহশিক্ষা কার্যক্রম চালু করায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীরা অনেকটা আনন্দমুখর পরিবেশে তাদের পাঠ শিখতে পারছে।

পলাশপুর বস্‌ি এলাকার বাস্তুহারা এ করিম রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঘুরে দেখা গেছে, সেখানে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্‌ মোট ২৭৮ শিশু লেখাপড়া করছে। শিক্ষক রয়েছেন ৫ জন। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা সাবিনা সুলতানা প্রতিনিধিদের জানান, শিশুদের কিছুকাল আগেও যেমনিভাবে শিক্ষা দেয়া হতো, সে অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে শ্রেণীকক্ষে বিনোদনের মাধ্যমে শিশু শিক্ষার ওপর আমরা সবাই জোর দি"ছি। শিক্ষার পাশাপাশি স্কুলে সহশিক্ষা কার্যক্রমও সচল। প্রতি বৃহস্পতিবার ইংরেজি, গণিত ক্লাসের পর ছুটি অবধি শিশুদের নিয়ে আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়ের প্রতি ভালোবাসা নিশ্চিত করি। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র নুর"ন্নবী বাসাল এবং তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র জাহর"ল ইসলাম এর সাথে আলাপ করে এর সত্যতা পাওয়া যায়।

বীণাপাণি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরেজমিনে গিয়ে শিক্ষকদের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে দেখা যায়। ঐ স্কুলের শিক্ষক হাসিনা ইয়াসমিন জানান, বিনোদনের মাধ্যমে শিশুদের পাঠদানের ব্যবস্থা এ স্কুলের বৈশিষ্ট্য। প্রতি বৃহস্পতিবার গান, আবৃত্তি, অভিনয়সহ নানা ধরনের খেলার আয়োজন করা হয় শিশুদের জন্য। তা ছাড়া প্রাত্যহিক সমাবেশ, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া এবং শপথের মাধ্যমে ক্লাস শুর"র ব্যবস্থা করে থাকি। তিনি আরো জানান, স্কুলের ১২ জন শিক্ষক ৪৮০ শিশুকে শিক্ষা দি"ছে। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী ত্রপা, চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র সোহাগ এবং পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী শিউলী জানায়, শিক্ষকরা তাদের দিয়ে অনেক কিছু তৈরি করতে শিখিয়েছেন।

একজন অভিভাবক জানান, এ স্কুলে পড়ে আমার সন্‌ান অনেক কিছু বুঝতে পারছে, যতটা না আশা করি তার থেকে বেশি। স্কুলের পরিবেশও ভালো। শিক্ষকেরা অনেক আন্‌রিক।
আদর্শ মাতৃমন্দির সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্যামল কর্মকার জানান, শিশুরা যে যেমনি করে বুঝতে সক্ষম তাকে তেমনিভাবে শেখানোর চেষ্টা করি। প্রতিদিন পিটি করানো, জাতীয় সংগীত গাওয়া এবং সাপ্তাহিক বিনোদনমুলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রয়েছে স্কুলে। জাতীয় প্রতিযোগীতায় এ স্কুলে শিশুদের অংশগ্রহণ ব্যাপক। স্কুলে ২৯০ জন শিশু এবং ৯ জন শিক্ষক শিক্ষিকা। স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী ছাত্র আলী এবং বিশু জানায়, প্রতি বুধবার সারা দিন গান, আবৃত্তি, নৃত্য ছবি আঁকার ক্লাস হয়।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মুকুল স্বাত জানান, ক্লাস শুর"র আগেই শিক্ষকদের শিশুদের কুশল জেনে নেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। সংগীত, ছবি আঁকা ক্লাস হয় সপ্তাহে এক দিন। স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র দিনা এবং চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী তানিয়ার সাথে আলাপ করেও তা জানা যায়।

৮১ নং ভাচিখানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সপ্তাহে ১ দিন শিশুদের বিনোদনমুলক ক্লাস করে থাকে বলে জানান স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিরিন আক্তার ।

শিক্ষা অফিসার উম্মে সালমার কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, একাধিক ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষকদের বিনোদনমুলক পাঠদান পদ্ধতি শেখানো হয়েছে। এতে করে গত কয়েক বছরে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গেছে। সরকার গডঞঋখ এবং চউউচ-২ প্রমোস্টারের মাধ্যমে বিষয়টিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। তিনি আরো জানান, ঋঁষষ ঃবধপযরহম সেডের মাধ্যমেই শিশুশিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, মাদ্রাসা, কিন্ডার গার্ডেনগুলোতে শিশুর মেধা বিকাশে বিনোদনমুলক শিক্ষা পদ্ধতি ইতোমধ্যে গুর"ত্ব পেলেও এর বিপরীতধর্মী চিত্র দেখা যায় মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বেলায়। শিশু-শিক্ষায় বিনোদন সম্পর্কে জানতে চাইলে বরিশাল জিলা বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শওকত আরা বেগম জানান, এ বিদ্যালয়ে দুই শিফটে প্রায় আড়াই হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। ৩য় থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন ক্লাসে মাঝে মাঝে বিতর্ক প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। তবে নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় না। তবে শিক্ষা মেলা উপলক্ষে কিছু কাজ করা হয়। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, পাঠকক্ষে শিক্ষকরা বিনোদনের চেয়ে গুর"গম্ভীরভাবেই পাঠদান করতে অভ্যস্ত। বিরতিকালীন ছাত্রদের খেলা করতে দেখে মনে হয়, ওরা যেন এরই জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল এত সময়।

রিপোর্টটি তৈরী করেছেন : দেবাশীষ চক্রবর্তী, মোঃ মাহফুজুর রহমান (মাসুম), মোঃ শাহজাহান খান ও মোঃ মোশাররফ হোসেন